দ্বাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব, ২০২৬ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত দৈনিক বুলেটিন

বায়স্কোপের বাক্স

শিশু কিশোর আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সংখ্যা ১ | ২৩ জানুয়ারি ২০২৬ শুক্রবার

দেখতে দেখতে হল বচ্ছর বারো। সব মিলে উৎসব মজাদার আরও।।

উদ্‌বোধনী ছবি ‘সোনার কেল্লা’

‘এমন সাফল্য বাবা ভাবেননি’

সন্দীপ রায়

‘সোনার কেল্লা’ আসলে একটা খুব অভিনব ছবি সবদিক থেকেই। ছোটো-বড়ো সবাই ছবিটা যেন একেবারে লুফে নিয়েছিল। বাবা কিন্তু এতটা সাফল্য আশা করেননি। ছবিটা ভালো চলবে এটা নিশ্চয় ভেবেছিলেন, কিন্তু এরকম বিশাল জনপ্রিয়তা পাবে, সেটা ভাবতেই পারেননি। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সেই জনপ্রিয়তা কিন্তু এখনও এতটুকু ফিকে হয়নি। লোকে এখন ‘সোনার কেল্লা’ দেখতে বসলে আগে থেকে ডায়ালগ বলতে শুরু করে। জটায়ুর আবির্ভাব হলে সারা প্রেক্ষাগৃহ হাততালিতে ফেটে পড়ে। এটা আসলে একটা কাল্ট ফিল্ম হয়ে গেছে। এটা কিন্তু খুব সহজ কথা নয় মোটেই। আমার তো মনে হয়, এরকম ছবি আগে হয়নি আর ভবিষ্যতেও হবে কি না সন্দেহ।

বাবা অবশ্য গল্প থেকে ছবি করার সময় অনেক বদল করেছিলেন। নতুন অনেক কিছু গল্পে যোগ করেছিলেন। আমরা যেটাকে বলি ফাইন টিউনিং, ঠিক সেটাই করেছিলেন। এর জন্যই সম্ভবত কতগুলো অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছিল। ছোটোরা তোপসের সঙ্গে আইডেন্টিফাই করতে পেরেছিল। বড়োরা অনেকেই ফেলুদার মধ্যে নিজেদের পরিচিত মুখ খুঁজে পেয়েছিল। দুই ভিলেনও খুব ইন্টারেস্টিং। তারা কিন্তু বেশ ভয়ংকর। ড. হাজরাকে উঁচু কেল্লা থেকে তারা ঠেলে ফেলে দিচ্ছে, কিন্তু তারপরেও তাদের হাঁটা-চলা, কথাবার্তা, শরীরী ভঙ্গিমা সবেতেই এমন একটা মজাদার ব্যাপার থাকছে যেটা দর্শকদের ভালো লাগছে। তা ছাড়া জটায়ু তো আছেই। জটায়ুর আবির্ভাব ছবিটাকে একটা অন্য মাত্রা দিয়েছে। তা ছাড়া ফেলুদা চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির ভিতর একজন সাহসী, সৎ, অসম্ভব দৃঢ়চেতা, বুদ্ধিমান আর সহৃদয় মানুষ, ঠিক এরকম গোয়েন্দা তো সহজে দেখা যায় না। সব মিলিয়েই ছবিটা এই পর্যায়ে পৌঁছে গেছে বলা যায়।

‘মায়ের ভয়ে তোপসে করতেই চাইছিলাম না’

সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়

ফেলুদা-ছবির প্রথম তোপসে শোনালেন তাঁর তোপসে হওয়ার গল্প।

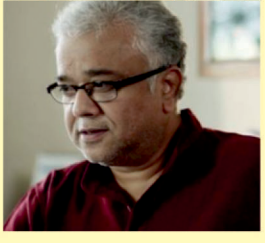

তোপসের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য আমার কিন্তু কোনও মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। সিনেমা নিয়ে আমি মোটেই মাথা ঘামাতাম মা। তখন পাঠভবনে পড়ি। ক্লাস এইটের ছাত্র। আমাদের এক মাস্টারমশাই পার্থ বসু, তাঁর সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের ভালো পরিচয় ছিল। আর সত্যজিৎ রায় নিজে যেহেতু পাঠভবনের স্রষ্টা, তাই ছবির জন্য ছোটো ছেলেপুলে দরকার হলে স্কুলে খবর পাঠাতেন। পার্থদার সম্ভবত মনে হয়েছিল, আমি কাজটা করতে পারি। তাই নিয়ে গিয়েছিলেন ওঁর কাছে, ওঁর বাড়িতে। আমি অবশ্য তখন সত্যজিৎ রায় কে, তা-ই জানতাম না। আলাপ করিয়ে দেওয়ার পর উনি নানারকম প্রশ্ন করছিলেন আর তার থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে, আমি অনেক কিছুই জানি না। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ না-জানা যেটা ছিল, সেটা হল, আমি ফেলুদার নামটাই তখনও শুনিনি। কোনও গল্পই পড়িনি, কিছু শুনিওনি। তাতে অবশ্য উনি প্রথমটায় একটু অবাক হয়েছিলেন, তারপর বেশ যত্ন করে আমাকে বোঝাতে লাগলেন ফেলুদা কে, কী ব্যাপার এইসব। তারপর আমাকে ‘সোনার কেল্লা’ বইটা দিয়ে বললেন, যে এই গল্পটা থেকে একটা ছবি বানানো হবে। তবে পুরোপুরি গল্পটা যেরকম, সেরকম হবে না। বইটা পেয়ে আমি বেশ খুশিই হয়েছিলাম। কিন্তু তারপরেই উনি বললেন, এই ছবিটাতে ফেলুদা কে করবে, সেটা ঠিক হয়ে গেছে। কিন্তু তোপসে এখনও ঠিক হয়নি। তোপসের তোমার মতোই বছর চোদ্দো বয়স। তো তুমি কি তোপসের চরিত্রটা করবে? আমি খোলাখুলিই বললাম, আমি তো কখনও সিনেমা করিনি। কী করতে হয়, কেমন করে করতে হয়, কিছুই তো জানি না। তার উত্তরে উনি বললে, সেটা তোমাকে ভাবতে হবে না। ওটা আমার দায়িত্ব। কিন্তু তোমার ইচ্ছে করছে কি না বলো? এইবার আমি খুব স্পষ্টভাবেই ওঁকে বলে দিলাম যে, আমার মোটেই ইচ্ছে করছে না। কারণ, আমার মা যদি জানতে পারে যে, আমি সিনেমা করার কথা ভাবছি, তাহলে দারুণ বকবে আর আমি মা-কে খুব ভয় পাই। আমি যদিও অভিনয় করব না বলেই সেদিন বেরিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু সত্যজিৎ রায় আমার মা-বাবার সঙ্গে কথা বলার পর না-টা হ্যাঁ হয়ে যেতে বেশি সময় লাগেনি। তবে এটা ঠিক, সেদিন যদিও আমি না বলেছিলাম, কিন্তু ওঁর সঙ্গে কাজ করার ফলে তারপরে আমার গোটা জীবনটাই অনেক বদলে গেছিল। এমন অনেক কিছু মানিকজেঠুর কাছে শিখেছিলাম, যেটা সারাজীবন কাজে লেগেছে।

উৎসবের পূর্বকথা

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণাতে উৎসবের পথচলা শুরু

দোলা চৌধুরী

পায়ে পায়ে এগারো বছর পেরিয়ে বারো বছরে পা দেবে কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব। ছোটোবেলায় পৌঁছে আমরা বিগত বছরগুলির দিকে যদি একবার ফিরে দেখি তাহলে কেমন হয় ছোট্ট বন্ধুরা! বেশ মজা হয় কিন্তু।

২০১১ সালে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণাতে এই উৎসবের পথচলা শুরু হয়। তাঁরই ভাবনা ছোটোদের এই বাৎসরিক উৎসব। একাধিকবার তিনি ছিলেন এই ফেস্টিভ্যালের উদ্‌বোধক। একেবারে সামনে থেকে উৎসাহ দিয়েছেন।

একদম প্রথম বছর থেকেই বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই উৎসবে। যাতে ছোটোরা আনন্দলাভের পাশাপাশি অবশ্যই শিক্ষা লাভ করে এবং তাদের জানার জগৎ হয় প্রসারিত। ট্রিবিউট, রেট্রোস্পেক্টিভ, শতবার্ষিকী শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, ধ্রুপদি ছবি, এবং পরে তার সঙ্গে যুক্ত হয় ছোটোদের ছোটো ছবি নির্মাণের কর্মশালা। চার্লি চ্যাপলিন, গ্রিম ব্রাদার্স, বাস্টার কিটন, লরেল- হার্ডি যেমন রাজত্ব করেছেন সেরকমই ছিল বেন হার, সাউন্ড অব মিউজিক, ই.টি, টেন কমান্ডমেন্টস, এর মতো চিরকালীন ছবির জয়জয়কার। আর কুইজ, সেমিনার, বিতর্ক তো বরাবরই ফেস্টিভ্যালের অন্যতম সেরা আকর্ষণ। কল্পবিজ্ঞান, প্রকৃতি, অ্যাডভেঞ্চার, ম্যাজিক, ফ্যান্টাসি এক-একটি বছরে উৎসবের মূলভাবনা রূপে নতুন রং যুক্ত করেছে উৎসবের ক্যানভাসে।

সাংবাদিক সম্মেলন

বাংলার ঐতিহ্যের বিশ্বজনীনতা ফুটিয়ে তোলবার প্রয়াস

শুভদীপ দত্ত

উৎসব শুরুর চার দিন আগে, মানে, ১৯ জানুয়ারি নন্দন ৪ কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল উৎসবের সাংবাদিক বৈঠক। উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীইন্দ্রনীল সেন, শিশু কিশোর আকাদেমির সভাপতি শ্রীমতী অর্পিতা ঘোষ এবং তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ডিরেক্টর কোঅর্ডিনেশন শ্রীকৌস্তভ তরফদার। ছিলেন আকাদেমির সচিব শ্রীমতী মন্দাক্রান্তা মহলানবীশ। এই বৈঠকে প্রকাশিত হয় উৎসবের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান-সূচি বা শিডিউল। মাননীয় মন্ত্রী বলেন, সরস্বতীবন্দনা, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন ও এই উৎসবের শুরুর দিন একই, তাই সব মিলিয়েই এক মহাউৎসবের আমেজে মেতে উঠবে আরও অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ। উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুদের এই উৎসবকে আরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বার্তাও তিনি দেন।

বাংলার ঐতিহ্যে যে বিশ্বজনীনতা আছে, সেটিকে এই উৎসবের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলবার প্রয়াসের বিষয়ে আলোচনা করেন আকাদেমির সভাপতি শ্রীমতী অর্পিতা ঘোষ। তিনি জানান, উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত হবে এমন এক সুন্দর তথ্যসমৃদ্ধ প্রদর্শনীর কথা। সেখানেও উপস্থাপিত হবে দেশ-বিদেশের নানা গুপ্তধনের সিনেমা আর কাহিনিমালার কথা। আকাদেমির সচিব অনুষ্ঠানের পরিকাঠামো সম্পর্কিত বিষয়গুলির উল্লেখ করেন। বৈঠকে উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে অন্যান্য ফিল্মপ্রেমী সাধারণ মানুষের উৎসাহও ছিল বেশ চোখে পড়ার মতো।

পঞ্চাশ পেরিয়েও দর্শকপ্রিয়

দীপান্বিতা রায়

'সন্দেশ'-এর পাতায় ১৯৬৫-এর ডিসেম্বর সংখ্যায় আত্মপ্রকাশ করে ফেলুদা। ১৯৭৪-এর ২৭ ডিসেম্বর মুক্তি পেল 'সোনার কেল্লা'। জাতিস্মরের গল্প। ছোটো ছেলে মুকুল বলে তার পূর্বজন্মের গল্প। সে নাকি থাকত সোনার কেল্লায়। নানা রঙের পাথরের কথাও বলে মুকুল। আর তার থেকেই জমে ওঠে গুপ্তধনের গল্প। গুপ্তধনলোভী দুষ্টু লোকদের সঙ্গে প্রদোষচন্দ্র মিত্তিরের লড়াই। এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয়, সেটা হচ্ছে জাতিস্মরের প্রসঙ্গ। ছয়-সাতের দশকে কিন্তু বাঙালি মধ্যবিত্তের জাতিস্মর নিয়ে আগ্রহ ছিল। মানুষের এই কৌতূহলটাকে খুব সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়েছেন সত্যজিৎ রায়। এক্ষেত্রে কুশল চক্রবর্তীর বিশ্বাসযোগ্য অভিনয়ও তাঁকে নিশ্চিত সাহায্য করেছে। ওইরকম বয়সের একটা বাচ্চা, যে নিজের চারপাশের জগতের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটা পৃথিবীতে বাস করে এই অভিব্যক্তিটা কুশল চমৎকার ফুটিয়েছিলেন। সেই কারণেই মুকুল যখন আবার তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে, তার সেই হাততালি দিয়ে উচ্ছল স্বতঃস্ফূর্ত হাসি দর্শকরা খুবই উপভোগ করেছে। তবে 'সোনার কেল্লা' যে পঞ্চাশ পেরিয়েও দর্শকদের কাছে এত জনপ্রিয় তার কারণ কিন্তু অন্য।

এত নিখুঁত, টানটান থ্রিলার বাংলায় প্রায় তৈরি হয়নি বললেই চলে। গল্প এগোয় একেবারে মসৃণভাবে। প্রতিটি দৃশ্য যেন একে অপরের সঙ্গে খাপেখাপে গাঁথা। সংক্ষিপ্ত, যথাযথ ধারালো সংলাপ। এই ছবি বা গল্পতেই আমরা প্রথম জটায়ুকে পাই। জটায়ু চরিত্রে সন্তোষ দত্ত তাঁর অভিনয়ের গুণে বাঙালি দর্শকদের মনে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছেন। কিন্তু ভবানন্দ এবং মন্দার বোসও ছবির আকর্ষণ বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। সিরিয়ো কমিক চরিত্র। তারা ভিলেন মানে খলনায়ক, কিন্তু দর্শক তাদের ওপর রাগ বা ঘৃণা ঠিক করতে পারে না, পর্দায় তাদের উপস্থিতি উপভোগ করে। সব মিলিয়ে বলা যেতেই পারে, একটি সাধারণ গোয়েন্দা গল্প হওয়া সত্ত্বেও 'সোনার কেল্লা' ছবিটি প্রায় ধ্রুপদি পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এবং অর্ধশতক পরেও তার আবেদন অক্ষুণ্ণ।

উৎসবে এবারের থিম

রুপোলি পর্দায় সোনালি গুপ্তধন

সম্রাট মুখোপাধ্যায়

গুপ্তধনের ছড়াছড়ি এবার উৎসবে! সত্যজিৎ-সুনীল-শীর্ষেন্দু! একসঙ্গে এক আসরে। তাঁদের কল্পবিজ্ঞান-অ্যাডভেঞ্চার-অদ্ভুতুড়ের রোমাঞ্চ একসঙ্গে। বই থেকে সোজা পর্দায়। এবারের উৎসবের মূলভাবনা গুপ্তধন খোঁজার অভিযান। বাঙালি বড়ো হয় রবীন্দ্রনাথের 'গুপ্তধন', শরৎচন্দ্রর 'শ্রীকান্ত', লীলা মজুমদারের 'পদিপিসির বর্মিবাক্স' পড়ে। তারপর হাতে পায় হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমেন মিত্তিরদের। ফলে এ তার নাড়ির টান।

'চাঁদের পাহাড়' উপন্যাসের জন্য বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'ফাদার অব দ্য অ্যাডভেঞ্চার ইন বেঙ্গলি লিটারেচার' বলা যায়। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত কিশোর উপন্যাস কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় পর্দায় এনেছেন আট দশক পরে। কখনও আফ্রিকা না-দেখেও বাঙালি ছেলে শংকরকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ! সেটাও কম দুঃসাহস ছিল না।

এই শতকের শুরুতে যে কয়েকটা সিনেমা বুঝিয়েছিল, বাংলা সিনেমার বদল শুরু হয়ে গেছে, 'পাতালঘর' তারই একটি। পরিচালক অভিজিৎ চৌধুরী চমকে দিয়েছিলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের অদ্ভুতুড়ে সিরিজের হাসি-রহস্য-ভূত-বিজ্ঞান পুরো মিশ্রণটাকে ধরে ফেলে! ২০১৩-তে সৃজিত মুখোপাধ্যায় পর্দায় আনলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাকাবাবু ওরফে রাজা রায়চৌধুরীকে। পরের এক দশকে ট্রিলজি। মরুভূমি-পাহাড়-জঙ্গল। 'মিশর রহস্য', 'ইয়েতি অভিযান', 'কাকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' ('জঙ্গলের মধ্যে এক হোটেল' অবলম্বনে)। তিনবারই কাকাবাবু প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়।

ফেলুদাকে পর্দায় এনেছিলেন সত্যজিৎ রায়। শঙ্কুকে আনেননি। সেই দুঃখ দূর করলেন সন্দীপ রায়। 'প্রোফেসর শঙ্কু ও এল ডোরাডো' বানিয়ে। নামভূমিকায় ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভিএফএক্স। যেন পর্দায় গ্রাফিক নভেল!

সিনেমার নামে দুই 'কাল্ট' কাহিনি 'সোনার কেল্লা' আর 'যকের ধন' থাকলেও সায়ন্তন ঘোষাল 'সোনার কেল্লায় যখের ধন' ছবিতে গল্পের জন্য কোথাও হাত পাতেননি। চিত্রনাট্যে ছায়া সত্যজিৎ-কাহিনির লোকেশনের। আর হেমেন-কাহিনির বিমল-কুমার এখানে জোড়া রহস্যভেদী।

১৮৮৩-তে প্রকাশিত রবার্ট লুই স্টিভেনসনের 'দ্য ট্রেজার আইল্যান্ড' বিশ্ব জুড়ে গুপ্তধন-কাহিনির ক্ষেত্রে কিংবদন্তি। বহুবার পর্দায় এসেছে এই কাহিনি। তার মধ্যে ১৯৯০-এ মুক্তি পাওয়া ফ্রেজার হেস্টনের ছবিটা দেখা যাবে এই উৎসবে। আরব্য উপন্যাস মানেই ঘড়া ঘড়া ধনরত্ন! তার মধ্যে থেকে আলিবাবার কাহিনিটিকে নিয়ে দীনেন গুপ্ত বানিয়েছিলেন 'মর্জিনা আবদাল্লা'। এবারের উৎসবে আছে। আছে স্লোভানিয়ার ছবি 'তারতিনিজ কি', যা আসলে রোমান কুকোভিচের লেখা জনপ্রিয় কাহিনির সিনেমারূপ। একটি ভুল জায়গায় পৌঁছোনো এসএমএস ধাওয়া করে গুপ্তধনের কাছে তিন খুদের পৌঁছোনোর গল্প।

গুপ্তধনের গল্প: আকর্ষণ আজও অটুট

রূপক চট্টরাজ

গুপ্তধন এমন একটা বিষয় যে তা নিয়ে মানুষের আগ্রহ কিন্তু আজও অক্ষুণ্ণ। সময়ের সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তি বদলায়, মানুষের চিন্তাভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়, কিন্তু গুপ্তধন নিয়ে আগ্রহ কমে না। সাম্প্রতিক সময়ে সোনাদা সিরিজের তিনটি ছবির সাফল্য এটাই বুঝিয়ে দেয়। 'গুপ্তধনের সন্ধানে', 'দুর্গেশগড়ের গুপ্তধন' এবং 'কর্ণসুবর্ণের গুপ্তধন' তিনটি ছবিই যথেষ্ট জনপ্রিয়। অক্সফোর্ড-ফেরত অধ্যাপক সুবর্ণ সেন এবং তার দুই সহকারী আবির আর ঝিনুক এই ছবির মূল চরিত্র। তবে পুরো গল্পটাই গড়ে ওঠে গুপ্তধনের সন্ধান নিয়েই। গল্পলেখক সোনাদার স্রষ্টা শুভেন্দু দাশমুন্সী খুব মুনশিয়ানার সঙ্গে ইতিহাস আশ্রিত গুপ্তধনের কথা বলেন যার মাধ্যমে দর্শকদের বাংলার ইতিহাস বিষয়েও কিছু প্রাথমিক ধারণা তৈরি হয়ে যায়। এছাড়া গুপ্তধনের গল্পে যা থাকে—ধাঁধা, রহস্য, অ্যাডভেঞ্চার সবই এখানে আছে। সব ছবিতেই একদল দুষ্টু লোক গুপ্তধনের দখল নেওয়ার চেষ্টা করে, ফলে তার সঙ্গে সোনাদার টক্কর জমে ওঠে এবং এই সব মিলেমিশেই তৈরি হয় জমজমাট গুপ্তধনের ছবি।

বিভূতিভূষণের 'চাঁদের পাহাড়' কাহিনি অবলম্বনে পরিচালক কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, 'চাঁদের পাহাড়' ছবি তৈরি করেন। 'চাঁদের পাহাড়' কিন্তু কোনও গুপ্তধনের গল্প নয়। যদিও গল্পের নায়ক শংকর ছবির শেষে হিরের খনির সন্ধান পায়। কিন্তু এই ছবির সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে পরিচালক 'চাঁদের পাহাড়'-এর পরবর্তী পর্যায়ের যে ছবিটি তৈরি করলেন সেই 'আমাজন অভিযান' কিন্তু গুপ্তধনের গল্প। গল্প লিখলেন পদ্মনাভ দাশগুপ্ত। অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় শংকর এখানে আমাজনের গভীর জঙ্গলে যাচ্ছে সোনার শহর এল ডোরাডো খুঁজতে। আমরা জানি, এল ডোরাডোর সন্ধানে গিয়েছিলেন সত্যজিতের সৃষ্ট প্রোফেসর শঙ্কুও। সেই ছবিও পরে তৈরি হয়েছে সন্দীপ রায়ের পরিচালনায়। ঠিক একই ভাবে সিনেমার মতো সাহিত্যেও কিন্তু গুপ্তধনের গল্পের আজও একটা ভালোরকম চাহিদা আছে। বাংলায় এখন যাঁরা লিখছেন, তাঁরাও অনেকেই কিশোরপাঠ্য লেখায় গুপ্তধনের প্রসঙ্গ এনেছেন। যেমন হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্তর 'গরুড় দেবতার গুপ্তধন', সৈকত মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'মন্দিরে কঙ্কালপক্ষী', দীপান্বিতা রায়ের 'বড়োমার বাক্স' পাঠকদের মধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়।

তবে সময়ের সঙ্গে সাহিত্যও তার ধরন বদলায়। তাই গুপ্তধন মানেই শুধু ঘড়া-ভরা মোহর কিংবা বাক্সভরা মণিরত্ন নয়, অন্য কিছুও যে হতে পারে, সেই ধারণার স্বাদ পাওয়া যায় দীপান্বিতা রায়ের লেখা বইতে। যেমন 'কর্পূরকাঠের বাক্স' গল্পে ছেলেমেয়েরা শেষ পর্যন্ত খুঁজে পায় তাদের পূর্বপুরুষ এক কবিরাজের হাতে লেখা খাতা, যাতে আছে বহু দুষ্প্রাপ্য গাছগাছড়া থেকে ওষুধের ফর্মুলা। গুপ্তধনের ধারণা বদলে যায় সময়ের সঙ্গে, বদলায় না তার আকর্ষণ।

এবারের উৎসব একনজরে

দেখানো হবে মোট ৩২টি দেশের ছবি

আমেরিকা, রাশিয়া, চিন, জাপান তো আছেই। আছে হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, সুইটজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, জার্মানি, ফ্রান্সের ছবিও। এমনকি ব্রাজিল, ইরান, স্লোভানিয়ার সঙ্গে কাজাকাস্তান, উজবেকিস্তান, চেক প্রজাতন্ত্রের ছবিও দেখা যাবে উৎসবে।

মোট সিনেমার সংখ্যা ১৮০ টি

বাংলা ছাড়া অন্য ভাষাতে তৈরি মোট ভারতীয় ছবির সংখ্যা ১০টি

হিন্দি ছাড়াও আছে অসমিয়া, গুজরাটি, ওড়িয়া, মালয়লম, গাড়োয়ালি ছবিও।

মোট প্রেক্ষাঘরের সংখ্যা ৮-টি

নন্দন ১, নন্দন ২, নন্দন ৩, রবীন্দ্রসদন, শিশির মঞ্চ, চলচ্চিত্র শতবর্ষ ভবন, রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবন, রবীন্দ্র তীর্থ। তার সঙ্গে খোলা মাঠ একতারা মুক্তমঞ্চতে সন্ধের শো তো আছেই।

এবারের থিম গুপ্তধনের সন্ধান আর অভিযান

শতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি

সুরকার সলিল চৌধুরি, অভিনেতা সন্তোষ দত্ত এবং অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্র। ২৬ জানুয়ারি ২০২৬, শিশির মঞ্চ।

এবারের উদ্‌বোধক

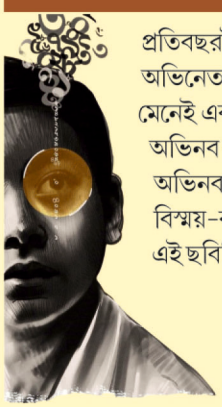

প্রতিবছরই উৎসবের সূচনা হয় একজন শিশু-কিশোর অভিনেতা বা অভিনেত্রীর হাতে। সেই ধারাবাহিক ঐতিহ্য মেনেই এবারের এই বারো বছরের উৎসবের আলো জ্বলবে অভিনব বড়ুয়ার হাতে।

অভিনব ফেলুদার নতুন ছবি 'নয়ন রহস্য'তে সেই বিস্ময়-বালক নয়ন চরিত্রে অভিনয় করে। তার অভিনীত এই ছবিটি দেখানোও হবে এবারের উৎসবে।

অভিনব উৎসাহ! অভিনব উপহার!!

ভাবাই যায়নি, এবারে এই অভিনব উৎসবের খুদে ডেলিগেটের সংখ্যা হাজার পার হয়ে যাবে! উৎসব শুরুর বহু আগে থেকেই আকাদেমির আপিসে ফোন বেজেই চলে। বিজ্ঞাপন হতে-না হতেই আবেদনপত্র জমা পড়া শুরু। তা-ই বলে একেবারে প্রায় দেড় হাজার নট আউট! খুদে খুদে এইসব বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথির জন্য এবার একেবারে অভিনব উপহার। উৎসবের থিম গুপ্তধনের সন্ধান বলেই তাদের উপহার ভরা হয়েছে জলপাই রঙের অভিযানে বেরোবার মতো ব্যাগে! ভিতরে তাদের ছবিলাগানো আর তার অভিভাবকের জন্য কার্ড তো আছেই। তার সঙ্গে আছে সত্যিকারের একটি দূরবিন আর একটি আতশকাচ। আর আছে একটি চমৎকার ছোট্ট বাহারি ট্রেজার বক্স। তার ভিতরে আছে সোনার মোহরের মতো দেখতে একটি সুস্বাদু চকোলেটও। অভিযান-প্রস্তুতির উপকরণ আছে, আছে অভিযান শেষের প্রাপ্তিও। এবার এইসব খুদে অভিযাত্রী ভিড় করবে উৎসব প্রাঙ্গণে। জমে উঠবে উৎসবের সাত সাতটি দিন।

উদ্‌বোধনী চলচ্চিত্র: 'সোনার কেল্লা'
পরিচালক: সত্যজিৎ রায়। ১৯৭৪

সমাপ্তি চলচ্চিত্র: 'পক্ষীরাজের ডিম'
পরিচালক: সৌকর্য ঘোষাল। ২০২৫

বিশেষ ফোকাল থিম ১: ফেলুদার গল্প প্রকাশের ৬০ বছর

বিশেষ ফোকাল থিম: ২ খেলাধুলার ছবি

অভিনব পরিকল্পনা

ছোটোদের তৈরি মোবাইলে তৈরি সিনেমার প্রদর্শনী ও সেই ছবির প্রতিযোগিতা। সেখানে মোট প্রদর্শিত ছবির সংখ্যা ৪০।

এবারের প্রদর্শনী

এবারের প্রদর্শনীর বিষয় '**গুপ্তধনের অভিযানে**'।
স্থান গগনেন্দ্র শিল্পপ্রদর্শশালা। দুপুর ১ টা থেকে রাত ৮ টা।

কুইজ

২৫ জানুয়ারি ২০২৬ বিকেল ৩টে, মুক্তমঞ্চ

সংকলন **জেবা মুন্সি**

দ্বাদশ কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু কিশোর চলচ্চিত্র উৎসব, ২০২৬ উপলক্ষ্যে শিশু কিশোর আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা প্রকাশিত।
উৎসব অধিকর্তা **অর্পিতা ঘোষ** (সভাপতি)। প্রকাশক **মন্দাক্রান্তা মহলানবীশ**, উৎসব আহ্বায়ক ও সচিব, শিশু কিশোর আকাদেমি।
প্রকাশনা তত্ত্বাবধান **শর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়**, প্রকাশনা পরিচালক, শিশু কিশোর আকাদেমি। মুদ্রণ: শ্রীমা এন্টারপ্রাইজ, ৩৫, বৈদ্যনাথ দত্ত সরণি, হাওড়া ৭১১১১৩।
যুগ্ম সম্পাদক **শুভেন্দু দাশমুন্সী, দীপান্বিতা রায়**।